হরিনাম মহামন্ত্র জপে নিরবধি।
অল্প দিনে কোকিলার হ'ল বাক্‌সিদ্ধি।।
পদুমা আইচপাড়া শ্রীকালীনগর।
প্রভুর ভাবেতে সবে হইল বিভোর।।
কোকিলাকে ভক্তি করে এ দেশে সবায়।
কোকিলার 'দোহাই' দিলে ব্যাধি সেরে যায়।।
ওলাউঠা, বিসূচিকা জ্বর অতিসার।
রসপিত্ত আর দ্ব্যহিক ত্র্যহিক জ্বর।।
থাকে না কোনই ব্যাধি অমনি আরাম।
মহাব্যাধি সারে নিলে কোকিলার নাম।।
রোগী শোকী ভোগী যত জ্ঞানী কি অজ্ঞানী।
কোকিলাকে ডাকে সবে 'মাতা ঠাকুরাণী'।।
বৎসরেক হরিনাম করিলা প্রচার।
মৃত্যুঞ্জয় রহিলেন সে কালীনগর।।
সকলে সাহায্য করি তুলি দিল ঘর।
ঠাকুর করহে বাস ইহার ভিতর।।
কাশীশ্বরী ভার্য্যা তার সুভদ্রা জননী।
দোঁহে আছে মল্লকান্দী যেন কাঙ্গালিনী।
মৃত্যুঞ্জয় ওড়াকান্দী যাতায়াত করে।
মাঝে মাঝে দেখা দেন সুভদ্রা মায়েরে।।
কাশীশ্বরী মৃত্যুঞ্জয় সুভদ্রা সুমতি।
তিনজন প্রভুর সেবায় আছে ব্রতী।।
মহাপ্রভু আজ্ঞা দিল তাঁহাদের প্রতি।
সকলে কালীনগরে করগে বসতি।।
অদ্য নিশি গতে কল্য প্রভাত সময়।
শুভক্ষণে কর যাত্রা বুধের উদয়।।
প্রভু আজ্ঞা শিরে ধরি অমনি চলিল।
আসিয়া কালীনগর বসতি করিল।।
গোঁসাই কালীনগরে করেন বিরাজ।
রচিল তারকচন্দ্র কবি রসরাজ।।

পদ্মবিলাবাসী গোস্বামী
দশরথোপখ্যান

দশরথ নামে সাধু পদ্মবিলাবাসী।
তত্ত্বজ্ঞানী হরিনামে মত্ত অহর্নিশি।।
সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় পুরুষ রতন।
করে একাদশী ব্রত তুলসী সেবন।।
তিনসন্ধ্যা মালাজপ তিলক ধারণ।
হরিনাম ছাপা অঙ্গে অতি সুশোভন।।
নিত্য নিত্য প্রাতঃকৃত্য স্নানাদি তর্পণ।
গুরুপূজা কৃষ্ণপূজা নৈবেদ্য অর্পণ।।
পক্ষে পক্ষে একাদশী শ্রীহরিবাসর।
স্তবপাঠ নামপাঠ নাহি অবসর।।
চৈতন্য চরিতামৃত পড়ে ভাগবত।
সাধুসেবা মহোৎসব করে অবিরত।।
দিবাহারী একসন্ধ্যা নাহি দ্বিভোজন।
আতপ তণ্ডুল অন্ন লাবড়া ব্যঞ্জন।।
তৈল মৎস্য ত্যাগী ভক্ষে দিনে একবার।
রাত্রে কিছু ফলাহার কভু অনাহার।।
হেন মতে সদা করে বিশুদ্ধ ভজন।
হরিনাম সংকীর্ত্তনে সতত মগন।।
দৈবে ব্যাধিযুক্ত হ'ল কার্ত্তিক মাসেতে।
জ্বর হ'য়ে ভুগিলেন কতদিন হ'তে।।
পালাজ্বর হ'ল তার দুই মাস পরে।
একদিন হয় জ্বর এক দিনান্তরে।।
মাঘ মাস এইভাবে গেল গোস্বামীর।
জ্বরের জ্বালায় আর নাহি পা'ন স্থির।।
ফাল্গুন মাসেতে জ্বর বানিল অধিক।
চৈত্রমাসে শেষে জ্বর হইল ত্র্যহিক।।
আরক পাচন বটী কত খাইতেছে।
ক্রমশঃ জ্বরের বৃদ্ধি দুর্ব্বল হ'তেছে।।